বিশ্বাস

প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্রতা

প্রথম যে বিষয়টি, যারা এই পুস্তিকাটি পড়ছেন তাদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই- আপনি কি একজন খ্রীষ্টান? খ্রীষ্টান কথাটির অর্থ হলো খ্রীষ্টের মত বা খ্রীষ্টের সাদৃশ্য হওয়া। আপনি কি আপনার জীবনে সেই সব কাজ করে থাকেন যা খ্রীষ্ট তাঁর জীবদ্দশায় করেছিলেন? তাঁর ভালো কাজ লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিলো, শয়তান কর্তৃক নিপীড়িতদের তিনি সুস্থ করেছিলেন।

আপনার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার উদ্দেশ্য সঠিক, বা আপনি যা করছেন তা ভুল, যত ভালো বলেই একে মনে হোক, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনার লক্ষ্য কি শুধুমাত্র একটি বাড়ি, হয়তো একটি গাড়ি বা একটি সঞ্চয়ী হিসাবের মালিক হওয়া? অথবা আপনার লক্ষ্য কি ব্যবসা, সম্মান, খ্যাতি এবং পৃথিবীর শক্তি অর্জন করা? আমার বন্ধু, এটি খুবই সামান্য দর্শন। যদি আপনি সবচেয়ে ধনী, খুবই বিখ্যাত এবং পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক হন, তবে তা হবে আপনার আত্মার জন্য বিরক্তির এবং অসারতা। পবিত্র বাইবেল রাজা শলোমনের এই সকল কিছুই ছিল, তথাপি তিনি সেগুলোকে 'অসারতা' বলেছেন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করাই হল একমাত্র আসল এবং স্থায়ী সম্পদ। জীবনের সকল বিষয় সম্বন্ধে পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করলেও তা কিছুই নয়, কেননা পৃথিবীর সমস্ত কিছুই অচিরেই বিনষ্ট হবে, এবং কোনো কিছুই স্মরণে আনা যাবে না।

যখন আমরা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির কথা বলি, আসলে ভবিষ্যত কোথায়? এটা কি ঈশ্বরের সাথে নয়? পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে যে তিনি তাঁর হস্ত দ্বারা রাজাদের হৃদয়কে অধিকারে রাখেন, এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে নদীর জলের মত যে কোনো স্থানে হোক না কেন ঘুরান। তিনি উত্তম সৃষ্টি করেন এবং মন্দও সৃষ্টি করেন এবং পবিত্র শাস্ত্রানুসারে তিনি তাঁর উভয় পথেই আছেন।

এই পৃথিবীতে বা পরবর্তীতে ঈশ্বর ছাড়া কোনো ভবিষ্যত নেই। আমি একবার একজন মন্ত্রীর কাছে তার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কথা বলেছিলাম। সে পরিকল্পনা করলো যখনি সে তার বাড়ির দেনা মিটিয়ে দিবে তখনই সে প্রভুর জন্য কাজ করবে, কিন্তু যখনই সে তার

শেষ পাওনা মিটিয়ে দিলো ঠিক তখনই তার একজন সন্তান ঘরের পেছনে পুকুর ডুবে মারা গেলো। ভালো হত যদি সে শুরুতেই তার সবকিছু ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতো।

এক রাতে আমাদের উপসনাতে একজন লোক আসলো, এবং যখনই ঈশ্বরের আত্মা অনুতাপের জন্য হৃদয়গুলোকে তাঁর কাছে টানছিলেন, তাকে পরিত্রাণ গ্রহণের সুন্দর একটি সুযোগ দেয়া হলো, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। পরের দিন ঠিক প্রায় দুপুর বেলায় পাশের একটি শোক বাড়িতে একটি কফিন বাক্সে তার মৃত মুখ দেখতে পেলাম। সে ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করার পরপরই মৃত্যু তাকে তড়িৎ গতিতে আঘাত করলো। সে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ছিল না?।

অন্য একটি উপাসনায়, আমি দুজন লোককে পরিত্রাণ গ্রহণের আবেদন জানালাম, এবং তারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। পরবর্তীকালে শীঘ্রই লোক দুটি মারা গেলা। বিষয়গুলো সংযুক্ত করতে বেশ সময় লেগেছিলো যা আমার নিজের মিনিস্ট্রিতে স্থান করেছিলো এই কথা প্রমাণ করে যে ঈশ্বর ছাড়া আর কোনো ভবিষ্যত নেই।

পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে যে, দুষ্টের কাছে শান্তি নেই। ধনবানের কানে ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যায় যা কখনই শেষ হয় না। ভালোবাসা হারানোর ভয়, অসুস্থতা, পাগলামী এবং চরম দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বর প্রদত্ত সন্তাপ আমাদের জীবনের চলার পথে অবিরামভাবে বয়ে চলবে, এটা জীবনধারণের একটি সামান্য নমুনা। নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে কঠোরভাবে চেষ্টা করা, দেউলিয়া অবস্থা পরিহারের চেষ্টা অথবা আমাদের অস্থাবর সম্পত্তি হ্রাস যার জন্য আমরা কঠোরভাবে পরিশ্রম করি, এবং অন্যায় চুক্তির মাধ্যমে ভাই মানুষের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা, এসব কোনো জীবন নয়। একটি ভণ্ডামিপূর্ণ ধর্মীয় জীবন প্রতিনিয়ত বুদ্ধিগত যুক্তি দ্বারা আমাদেরকে প্রতারিত করছে, একটি বিশ্বাস এবং আশা আমাদেরকে নিশ্চিত করছে যা সত্যিকারভাবে আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে নাঃ আপনি কি এটাকে জীবন বলেন?

আমাদের সেবার গভীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভাই মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা, ভাইয়ের রক্ষক হিসেবে আমাদের অবস্থানের দায়িত্ব কর্তব্য সর্বদা অনুভব করে আমাদের হতে হবে খুবই বিবেকবান। আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে ভাই মানুষের থেকে এক ধরনের সেবার উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর আমাদের এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যেন আমরা ভাইয়ের রক্ষক হই। কয়িন তার প্রতারণাপূর্ণ ইচ্ছা নিয়ে তার নিজের জন্য হেবলকে হত্যা করেছিলো এবং ভাইয়ের রক্ষক হতে অস্বীকার করেছিলো। ঈশ্বর ব্যক্তি অনুসারে পুরস্কৃত করবেন। যারা প্রতারণাপূর্বক ধনী হয় ঈশ্বর সে দিনের মধ্যে থেকে তাদেরকে কেটে বাদ দিবেন এবং

শেষে তারা নির্বোধ হবে, পবিত্র শাস্ত্র আমাদের একথা বলে।

কেবলমাত্র সুন্দর বাড়ি, পোশাক এবং গাড়ি যা মানুষ ভোগদখল করে সেসব দেখে বিবেচনা করো না। শুধুমাত্র সম্মান, খ্যাতি এবং জীবনের অবস্থান বিবেচনা করো না, কিন্তু মানষিক প্রতিষ্ঠান, যক্ষ্মা রোগীদের স্বাস্থ্যালয়, হাসপাতাল, সংবাদপত্রে প্রতিদিনের প্রতিবেদন এবং জীবনের সমস্ত চরম দুঃখ দুর্দশা, প্রভৃতি বিবেচনা কর, উদাহরণস্বরূপ শহরগুলোতে প্রায়ই উচ্চস্বরে সতর্কবাণীর যন্ত্রবিশেষের শব্দ শোনা যায়। এই ভয়ঙ্কর প্রভাবগুলো, ভয় এবং হতাশার সাথে আমাকে বলে যে জীবনের কাছে এটাই সব নয়। জীবন ধারণের জন্য উচ্চ সমতল স্তর রয়েছে, যেখানে একটি আনন্দ, শান্তি এবং ধার্মিকতার বায়ুমণ্ডল আছে। ঈশ্বরের সেবাই এই বায়ুমণ্ডল আনায়ন করে।

একই সনির্বন্ধ মিনিতির স্বর শত শত বছর ধরে আহ্বান জানিয়ে আসছে যা এখন পর্যন্ত আপনাকে এবং আমাকেও ইশারা করছে। এটি হল, প্রেরিতিক কাজ ও ঈশ্বরের সন্তানদের মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বর, যা পৃথিবীর শুরু থেকে লোকদের কাছে সনির্বন্ধ মিনতি করে আসছে। খ্রীষ্টের স্বর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া জাতির মধ্যে থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে উঠায়েছিলেন। ইহা ধ্বংসের পূর্বে নোহের সময়ে লোকদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিলেন। ইহা খ্রীষ্টের সময়ে জেরুশালেমের ভাগ্যে মহা দুর্দশা ঘটবার পূর্বেও লোকদের সনির্বন্ধ মিনতি জানিয়েছিলেন। ইহা মানুষের কাছে কথা বলেছিলেন যেমন তারা তৃণভূমিতে ঘোড়ায় চড়ে পরিভ্রমণ করেছিলো, ভারীয়রা লড়াই করেছিলো, তাদের দুঃসাহসিক বিজয়ের দিনগুলোতে জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষার খোঁজ করেছিলো যা হল বিগত বছরগুলোর অতীত ইতিহাস। অতীতের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সেই নিঃসঙ্গ গালীলিয় লোকের মুখের বাক্যের প্রতিধ্বনি আজও ভেসে আসে যিনি আপনার ও আমার জন্য একটি যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করেছিলেন। আজকে, সেই একই স্বর ইহার মহৎ আবেদন সৃষ্টি করে একটি সমাজতন্ত্রবাদের পৃথিবীর কাছে সনির্বন্ধ মিনতি করে চলেছেন। আমার বন্ধু, আমি আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, আমরা অনুতাপ করতে কেন এই আহ্বানের প্রতি মনোযোগী হই না? কেন আমরা জীবনের সামাজিক প্রবণতা থেকে ফিরে আসি না, এবং কেন আমরা স্বেচ্ছায় উচ্চাসন থেকে নিচু স্তরের মানুষের কাছে নেমে আসি না?

খ্রীষ্ট বলেন শেষকালে জাতিগণ হঠকারী, মহান, দুঃসাহসী, একগুয়ে এবং ঈশ্বরের চেয়ে নিজেকেই বেশি ভালোবাসবে। পৌল বলেন যে এগুলো সেসব লোক যাদের ওপরে পৃথিবীর শেষ আসবে। আপনদের অনেককেই আমি এই কথা বলি যারা ইতোমধ্যেই তপ্ত লোহা দ্বারা

আপনার বিবেককে অসাড় করে রেখেছেন এবং যা হলো অতীত অনুভূতি, এবং নিজেদেরকে শয়তানের আত্মার নিকটে অর্ধার্মিকতার সর্বপ্রকার কাজ করতে কর্তৃত্ব দিয়েছেন।

এজন্য সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হবে, এবং পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছাই করা হবে, পিতর বলেন, প্রভুর আগমন দিনে আমাদের কি রকম লোক হওয়া উচিত? সব কিছুতে পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণভাবে জীবন কাটানো উচিত। একই পিতর যাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দেয়া হয়েছে, প্রথম যেদিন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পঞ্চাশপ্তমীর দিনে তিনি দাঁড়ালেন এবং সকল জাতির নিকটে সেই দ্বার খুলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিন হাজার লোক মণ্ডলীতে যোগ দিলো। আজকে, আমাদের পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫০০ কোটিরও বেশি লোকের মধ্যে কতজন এই সরল চিত্ত মহান নেতার বাক্যকে শ্রদ্ধা করবে; খ্রীষ্টের স্বরের মত তার ঠোঁটের মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত করবে, সকল জাতির কাছে স্পষ্টভাবে উচ্চনাদে ঘোষণা করবে?

আহ্বান হলো অনুতাপ করে পাপের ক্ষমা পাবার জন্য যীশুখ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হতে হবে, যেন আপনি পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করতে পারেন, কেননা ইহা আপনার এবং আপনার সন্তানদের প্রতি করা হয়েছে, এবং যত বেশি এবং যত দূরবর্তী হোক, এমনকি যত বেশি তত দূর হোক না কেন ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করবেন। আপনিও কি প্রভুর এই আহ্বানের মধ্যে রয়েছেন?

পবিত্র বাইবেল বলে যে এসব লোকেরা প্রতিদিন অবিরাম প্রেরিতিক মতবাদে অটল। মনে রাখুন আর অন্য কোনো উপায় নেই।

ঈশ্বরের দয়ায় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছ, এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয়নি, তা ঈশ্বরেরই দান। এটা কাজের ফল হিসেবে দেওয়া হয়নি যেন কেহ গর্ব করতে না পারে। তারা ঈশ্বরের বাক্য শুনেছিলো যেমনটি পিতর তাদের নিকটে প্রচার করেছিলেন। তারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করলো, এবং সেই বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য শোনার মধ্য দিয়েই আসে, তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতার কাজ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিলো যেমনটি পিতর বলেছিলেন। তারা তৎক্ষণাৎ শ্বাশ্বত জীবনে ঈশ্বরের আত্মা, পরিত্রাণ ও পুনরুত্থানের শক্তি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলো।

অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশপ্তমী দিনে তা পরিপূর্ণ করলেন, যখন পিতর বললেন, এই হলো সেই প্রতিজ্ঞা যা সকলের প্রতি করা হয়েছে যে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর তাঁর নিজের লোক হওয়ার জন্য ডাকবেন।

আমাদেরকে আমাদের আহ্বান ও মনোনয়ন সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে বলা হয়েছে। কিন্তু

কিভাবে আমরা জানতে পারি যে আমরা তাদেরই মধ্য যারা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞানানুসারে মনোনীত? ১ পিত ১:২ পদ আমাদিগকে বলে যে ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞানানুসারে আমাদেরকে পবিত্র আত্মার শুচিকরণ দ্বারা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য হওয়া এবং যীশু খ্রীষ্টের রক্ত ছিটানোর মধ্য দিয়ে মনোনীত করা হয়েছে।

ঈশ্বর তাঁর মহিমা ও গুণের দ্বারা আমাদের ডেকেছেন, তাঁকে গভীরভাবে জানার মধ্য দিয়েই তাঁর ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদের এমন সব দান দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারি। তিনি নিজের মহিমায় ও গুণে আমাদরে কাছে অনেক মূল্যবান ও মহান প্রতিজ্ঞা করেছন। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মন্দ ইচ্ছার দরুন জগতে যেসব নোংরামি জমা হয়েছে তা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যেন ঈশ্বরের স্বভাবের সহভাগী হও। ৫ম পদে বলা হয়েছে, এজন্য খুব আগ্রহী হয়ে তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে ভালো স্বভাব, ভালো স্বভাবের সঙ্গে জ্ঞান, জ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে দমন এবং নিজেকে দমনের সঙ্গে ধৈর্য, ধৈর্যের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ভক্তির সঙ্গে ভাইদের প্রতি ভালোবাসা এবং সে ভালোবাসার সঙ্গে আরও গভীর ভালোবাসার মনোভাব যোগ কর। যদি তোমাদের এসব গুণ থাকে এবং তা উপচে পড়তে থাকে, তাহলে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে গভীরভাবে জানবার কাজে তোমরা বিফল ও নিষ্ফল হবে না। যে লোকের ভেতরে এই গুণগুলো নেই সে বেশি দূর দেখতে পায় না, সে অন্ধ, তাকে যে তার আগেকার পাপ থেকে শুচি করা হয়েছে তা সে ভুলে গেছে।

ভালোবাসা সুদীর্ঘকাল ভোগ করে এবং এটা মৌলিক গুণ, ইহা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, কোনো কিছুতে আত্মঅহঙ্কার করে না, গর্বস্ফীত হয় না, অশোভন আচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না,সহজে উত্তেজিত হয় না, মন্দ চিন্তা করে না, অন্যায়ভাবে আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে, সবকিছু সহ্য করে, সবকিছু বিশ্বাস করে, সবকিছুতে আশা করে, সবকিছু দৃঢ়ভাবে সহ্য করে।

যীশু বলেন আমরা একজন খ্রীষ্টানকে তাদের জীবনের ফল দেখে চিনতে পারবো। আমরা জানি যে আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছি কেননা আমরা ভাইকে প্রেম করি। ঈশ্বর হলেন প্রেম। যে প্রেমকে মান্য করে সে ঈশ্বরেকে মান্য করে।

আত্মার ফল হলো প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, মাধুর্য মঙ্গল ভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা ইন্দ্রিয় দমন: এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই। এগুলো প্রমাণ করে যে আপনি আহুত ও মনোনীতদের একজন যদি আপনার জীবনে এ সব দেখা যায়।

আপনারা কি জানেন না যে অধার্মিক ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না? বেশ্যাগমন, অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমা পূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ্য অন্য অন্য দোষ; যারা এসব আচরণ করে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার পাবে না। পৌল বলেন একে অন্যর প্রতি ছলনা না করতে।

সময়ে অসময়ে বাক্য প্রচার কর! ভৎসনা কর, তিরস্কার কর, ধৈর্যসহকারে শিক্ষা দ্বারা তাদেরকে প্রেরণা দান কর। এমন সময় আসবে যখন গভীর শিক্ষাও স্থায়ী হবে না। কিন্তু পরে তাদের নিজেদের লালসা দ্বারা কান চুলকানি বিশিষ্ট হয়ে স্বয়ং শিক্ষদের কাছে পুঞ্জীভূত হবে এবং সত্য হতে ফিরে তাদের কর্ণ পৌরাণিক কাহিনীতে মনোনিবেশ করবে।

যদি কেনো লোক এ ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষা দেয় যা ঐশ্বরিক নিয়ম সম্মত নয়, সে অহঙ্কারী, কিছু না জেনে বাদ অনুবাদ ভালোবাসে যা দ্বারা বিবাদ খারাপ সন্দেহ আসে। ভালো কাজ করে এমন কেহ নেই, একজনও নেই। মেষের মত তারা বিপথে চলে গেছে এবং প্রত্যেকেই আপন পথে ফিরেছে, ঈশ্বর আমাদের সকলের পাপ তাঁর (খ্রীষ্টের) ওপরে রেখেছেন। আমাদের পাপের জন্য তাকে চূর্ণ করা হয়েছিলো, আমাদের শান্তির সংশোধনার্থে শাস্তি তাঁর ওপরে দেয়া হয়েছিলো। আমি সেই বিশ্বাসে কথা বলছি যা একবার মাত্র সাধুদের ওপরে প্রদান করা হয়েছিলো। আজই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস করুন এবং পরিত্রাণ লাভ করুন। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন এ হলো আমার প্রার্থনা।

মূলঃ রেভাঃ জর্জ এল. পাইক।

এই বার্তা বিনামূল্যে বিতরনের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। আরো কপি পেতে হলে, যদি সম্ভব হয় ইংরেজীতে আপনি কতগুলি কপি সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারেন জানিয়ে নিচের ঠিকানায় লিখুন।

BEN9915T — BENGALI — THE FAITH

Jesus Christ's Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.
PO Box 986 • Monroe, GA 30655-0986 USA
info@jceal.org • www.jceal.org